দৈনিক
ইনকিলাব

26. MAR. 2003

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে ঢাকা ভার্সিটির ২ ছাত্রী শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর দেড়টায় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে এই ঘটনা ঘটে। লাঞ্ছনার শিকার দুই ছাত্রী ঘটনার বিচার ও নিরাপত্তা চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের নিকট লিখিত আবেদন করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে তথ্যানুসন্ধানের জন্য কলা অনুষদের সহকারী প্রক্টর সিদ্দিকুর রহমানকে দায়িত্ব দিয়েছে। ছাত্রী লাঞ্ছনার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, ঢাকা

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ঢাবি'র ২ ছাত্রী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২য় বর্ষের এক ছাত্রীকে তারই সহপাঠী ছাত্রলীগের এসএম হল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মঞ্জু প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়। এর পর থেকেই মঞ্জু উক্ত ছাত্রীকে বিভিন্ন সময় উত্যক্ত করতো। গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে উক্ত ছাত্রী তার বান্ধবীসহ আনিসুজ্জামান নামে বুয়েট থেকে আসা তাদের এক বন্ধুর সাথে গল্প করছিল। এ সময় মঞ্জু এসএম হলের ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ এবং আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আনিসকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মারধর করে। আনিস বুয়েটে কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র। এদিকে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রী দু'জন আনিসকে মারধর করার প্রতিবাদ জানালে ছাত্রলীগ নেতা হাফিজ ও মঞ্জু তাদের চড়, থাপ্পড় ও লাথি মারে। প্রকাশ্য দিবালোকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় দুই ছাত্রী। এদিকে, দুই ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করায় বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের সহপাঠীরা ধাওয়া করে চারুকলার সামনে থেকে মঞ্জু ও হাফিজকে ধরে এনে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। কিন্তু ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের অনুরোধে পুলিশ ধৃত দু'জনকে ছেড়ে দিলে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে ছাত্রদের তীব্র বাক-বিতণ্ডা শুরু হলে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আমিরুল ইসলাম আলীম, সাধারণ সম্পাদক হাসান মামুন ও সাংগঠনিক সম্পাদক দুলাল হোসেন এসে ছাত্রদের শান্ত করেন। পরে লাঞ্ছনার শিকার ছাত্রী দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর এস এম আতীকুর রহমানের নিকট ঘটনার বিচার ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা চেয়ে লিখিত আবেদন জানায়।

এদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রী লাঞ্ছনার ঘটনায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। লাঞ্ছনার শিকার ছাত্রীরা প্রশ্ন তোলে- আমরা কি আমাদের ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা পাবো না? ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা তৎক্ষণাৎ ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ মিছিল ও ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ…